তানযিম কায়িদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আলইসলামি

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন,[সুরা তাওবা ৯:৪০]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্জতের উপর পাপিষ্ঠ ফ্রান্সের নিকৃষ্ট আক্রমণ সম্পর্কে বিবৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। যাতে এই দ্বীন অন্য সব দ্বীনের উপর বিজয়ী হয়, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর মহান কিতাবে ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। ” (সূরা আহযাব ৩৩:৫৭)

দূরুদ ও সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, যিনি রহমতের নবী। তাকে কেয়ামতের পূর্বে তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। যাতে এই দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"لاَ يُؤمِنُ عَبدٌ وفِي حَدِيثِ عَبدِ الوَارِثِ الرَّجُلُ حَتّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيهِ مِن أَهلِهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ أَجمَعِينَ

“তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি, এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা আমাকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশি মুহব্বত না করবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার ধন-সম্পদ এবং জীবনের চাইতে বেশি মুহব্বত না করবে।” [সহীহ আল-বুখারী – ১/১৪]

অতঃপর -

যখন এই উম্মত জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, কুরআনের শাসন কায়েম করা থেকে পিছিয়ে পড়েছে, দ্বীন ও শরীয়তকে সাহায্য করা থেকে বিরত থেকেছে - তখন সমস্ত কাফের জাতি মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য একে অপরকে আহবান করেছে। যেমনভাবে খাবার গ্রহণকারীরা অন্যদেরকে তাদের প্লেট থেকে খাবার গ্রহণ করার আহবান করে থাকে। তেমনিভাবে সকল কুফফাররা মুসলিম জাতিকে নির্মূল করে দেয়ার জন্য একে অপরকে আহবান করেছে।

এমনকি ফ্রান্সের নির্বোধ, অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ প্রেসিডেন্টও এই দুঃসাহস দেখিয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে মারাত্মক বেয়াদবী করেছে। এমন ভাষায় আক্রমণ করেছে; যা কোন ধর্মই সহ্য করবে না, কোন বিবেক তা মানবে না। তার উচিৎ ছিলো- কথা বলার আগে ভদ্রতা শেখা। যাতে করে তার জাতি ধিকৃত না হয় এবং নিজের উপর এমন অনিষ্টতার দরজা খুলে না যায়, যা বন্ধ করার আর কোন পথ থাকে না।

কবিতা

هجوت محمدا فأجبت عنه * وعند الله في ذاك الجزاء

তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বদনাম করেছ, আমি তাঁর হয়ে উত্তর দিয়েছি।

আল্লাহর কাছে আমি এর প্রতিদান পাব (ইনশা আল্লাহ)।

أتهجوه ولست له بند * فشركما لخيركما الفداء

তুমি রাসূলুল্লাহর বদনাম কর! অথচ তুমি তার সমকক্ষ নও।

তোমাদের খারাপ কাজ তোমদের সব ভালো কাজকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

فمن يهجو رسول الله منكم * ويمدحه وينصره سواء

তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহর রাসূলের বদনাম করে, তার কাছে রাসূলুল্লাহর বদনামকারী আর সুনামকারী সমান।

فإن أبي ووالده وعرضي * لعرض محمد منكم وقاء

আমার বাপ, দাদা ও আমার সম্মান দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহর সম্মানকে তোমাদের থেকে বাঁচাবো, ইনশা আল্লাহ।

ফ্রান্সের লোকদের জানা উচিৎ

আপনাদের প্রেসিডেন্ট যদি এভাবে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করতেই থাকে, তাহলে মুসলিমরাও তাদের দায়িত্ব পালনে অগ্রগামী হতে থাকবে। তারা রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দানকারী জালেমদের শরীর থেকে মাথা আলাদা করবেই।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের কাছে প্রশ্ন

আলজেরিয়ার অধিবাসী মুসলিমরা বিগত দুইশত বছর যাবত ফ্রান্সের হাতে যে গণহত্যার শিকার হয়ে আসছে, এই ধরণের কাজের অনুমতি কি তুমি অন্য কাউকে দিবে? বা তোমাদের জাতীয় যাদুঘরে আমাদের পূর্বের মুজাহিদ বাপ-দাদাদের যে মাথার খুলি জমা করে রেখেছ, তার প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি কি দিবে?

ম্যাক্রোন তুমি ধোঁকায় পড়ে আছ। তুমি কি মনে করেছ যে, এই ধরণের সীমালঙ্ঘন করতে থাকবে, আর কোটি কোটি মুসলমান তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিবে? ইতিপূর্বেও তোমরা বেয়াদবী করেছ। এর কী মূল্য পরিশোধ করতে হয়, তাও জানো। এখন আবার সেই একই কাজ করেছ। ...আমরাও আবার আসছি...

হে মুসলিম উম্মাহ!

আপনারা দেখছেন তো! তারা তাদের অন্তরে আপনাদের দ্বীন ও নবীর প্রতি কী পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করে? এখন শুধুমাত্র তাদের পণ্য বর্জন করাই কি যথেষ্ট!? বরং আরও অনেক বেশি তিক্ত ফল তাদের দেয়া উচিৎ। সব থেকে দুর্বল ইমানের কথা হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান রক্ষা করার জন্য আমরা ফ্রান্সের পণ্য বর্জন করব। এটা যদিও যথেষ্ট নয়, তবুও অনেক উপকারী হবে ফ্রান্সকে প্রতিহত করার জন্য। এটা ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিতে ফ্রান্সকে প্রতিহত করতে হবে। যাতে কাফেররা বুঝতে পারে যে, সমস্ত মুসলমানরা তাদের নবীর জন্য ফিদা।

প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ওয়াজিব হলো - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্যের জন্য উঠে দাঁড়ানো। ইসলামের মূলনীতি ও ইমানের নির্ধারিত বিষয় হলো - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান রক্ষা করতে প্রয়োজনে বুকের রক্ত প্রবাহিত করতে হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। (সূরা ফাতহ ৪৮:৮)

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। (সূরা ফাতহ ৪৮:৯)

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ। (সূরা আহযাব ৩৩:৬)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত –

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"لاَ يُؤْمِنُ عَبدٌ وفِي حَدِيثِ عَبدِ الوَارِثِ الرّجُلُ حَتّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيهِ مِن أَهلِهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ أَجمَعِينَ

তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা আমাকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশি মুহব্বত না করবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার ধন-সম্পদ এবং জীবনের চাইতে বেশি মুহব্বত না করবে। [সহীহ আল-বুখারী – ১/১৪]

দ্বীনের একটি জরুরী বিষয় হলো - শাতেমে রাসূলের ব্যাপারে ইসলামের বিধান মানুষের মাঝে খুব বেশি প্রচার করা। এ ব্যাপারে অনেক ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন এবং উম্মতের ইজমাও হয়েছে যে, শাতেমে রাসূলের শাস্তি হলো – 'হত্যা'। অন্য কিছু নয়।

কয়েকটি উদাহরণ দেখুন-

১. কাজি ইয়ায রহ. বলেন:

“যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে, অথবা তাকে দোষারোপ করবে, তাঁর চরিত্র, তাঁর বংশ, তাঁর দ্বীন নিয়ে কেউ যদি তাকে খাটো করতে চায় অথবা তাঁর কোন অভ্যাসকে খারাপভাবে বর্ণনা করে, অথবা ইঙ্গিতে কোন দোষ বলে, অথবা গালি দেয়ার হিসেবে তাকে কোন জিনিসের সাথে তুলনা করে, অথবা খাটো করার জন্য কোন জিনিসের সাথে তুলনা করে, অথবা তার মর্যাদাকে খাটো করে, অথবা তার অসম্মান করে, তাহলে সে তাকে গালি দিল। তার হুকুম গালিদাতার ন্যায়। তাকে হত্যা করা হবে”।

এরপর বলেন: “একই হুকুম যে তাকে লানত করে, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে বদ-দু’আ করে, অথবা তাঁর ক্ষতি আশা করে, অথবা এমন কিছু তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করে, যা তাঁর শানের বিপরীত। অথবা তাঁর শানে অনর্থক কথা বলে অথবা মিথ্যা কথা বলে, অথবা বিপদাপদ নিয়ে তাকে দোষারোপ করে। অথবা স্বাভাবিক কোন বিষয় নিয়ে তাকে দোষারোপ করলেও তার শাস্তি হল – হত্যা। এটা এমন এক বিষয়, যার উপর সাহাবীদের থেকে পরবর্তী উলামা ফকীহ ও ইমামগণের ইজমা হয়েছে”। (আল শিফা ২/৪২৮)

২. ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ.বলেন :

“সমস্ত উলামাদের ইজমা হয়েছে - যদি কোন মানুষ আল্লাহকে গালি দেয়, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়, অথবা আল্লাহর নাজিলকৃত কোন বিষয়কে ফিরিয়ে দেয়; যদিও সে স্বীকার করে যে, এটা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান, অথবা কোন নবীকে হত্যা করে, তাহলে সে কাফের”। (তামহিদ ইবনে আ.বার ৬/১৭৬)

৩. ইমাম ইবনুল মুনযির বলেন:

“উলামায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে, তাকে হত্যা করা হবে”। (ইবনুল মুনযির – ফাতওয়া নং – ৮২০)

যাই হোক, এটি এমন একটি ইলমি বিষয়, যা প্রচার-প্রসার করা খুব জরুরী। শাতেমে রাসূলকে হত্যা করার বিধান বাস্তবায়ন করা শুধুমাত্র মুসলিম শাসকের (থাকলে) উপরই ন্যস্ত না এবং অন্য কেউ করতে চাইলে অনুমতি নেয়াও জরুরী না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, যে সক্ষম তার জন্যই অনুমতি আছে, যত দ্রুত সম্ভব এই বিধান বাস্তবায়ন করা। এর জন্য তার যদি ফাঁসিতে ঝুলতে হয়, তাহলে সে শহীদ বলে বিবেচিত হবে। যেমন- আমাদের শীশানি ভাই একজন শাতেম শিক্ষককে হত্যা করেছেন। তাঁর এই কাজের স্বপক্ষে দলীল হল –

আবু দাউদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত –

একজন অন্ধ ব্যক্তির অধীনে একজন দাসী (উম্মে ওয়ালাদ) ছিল। এই মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিত এবং তাকে সাবধান করার পরও সে একাজ থেকে বিরত হয়নি। এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতে শুরু করলে সেই অন্ধ ব্যক্তি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলেন এবং ভিতরের দিকে চাপ দিতে থাকেন যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে খবর পৌঁছল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে একত্রিত করে বললেন, আমি আল্লাহর নামে তোমাদের আদেশ করছি, যে কাজটি করেছ, সে উঠে দাঁড়াও। অন্ধ লোকটি উঠে দাঁড়ালেন এবং হেঁটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এসে বসে পড়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই ব্যক্তি যে কাজটি করেছে। সে আপনাকে অভিশাপ দিত এবং তাকে বিরত থাকতে বলার পরও বিরত থাকতো না। তার থেকে আমার মুক্তার মত দু'টি সন্তান আছে এবং সে আমার প্রতি সদয় ছিল। কিন্তু গত রাতে সে আপনাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। তাই আমি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে দিলাম এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা চেপে ধরে রাখলাম"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "জেনে রেখো, তার জন্য কোন রক্তমূল্য নেই"। আবু দাউদ রহ. এই হাদিস বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। হাকেম মুস্তাদরাকে উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। নাসাঈ কুবরা। বাঈহাকী কুবরা।

সুতরাং হে মুহাম্মাদ বিন মাসলামার উত্তরসূরীরা! হে ইসলামের যুবকেরা!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়া হবে, তাকে কটূক্তি করা হবে আর আপনারা দুনিয়াতে বেঁচে থাকবেন? প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!! রক্তারক্তি! রক্তারক্তি!! ধ্বংস! ধ্বংস!! প্রতিশোধ নিন! রক্তের বন্যা বইয়ে দিন! ধ্বংস করে দিন! শাতেমকে হত্যা করতে কারো অনুমতির অপেক্ষা করবেন না। তবে সীমালঙ্ঘনও করবেন না। কারণ, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। শরীয়ত যাকে হত্যা করতে বলেছে, তাকে হত্যা করুন। আর শরীয়ত যাকে হত্যা করতে বলেনি, তার থেকে বিরত থাকুন।

সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং ভালো পরিণতির আশা করুন। যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ নিয়ে কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নেন, তবে আপনারা কেয়ামতের দিন জান্নাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবেন, ইনশা আল্লাহ।

শেষকথা হলো - যারা কুরআন নিয়ে কসম খেয়েছিল যে, কুরআনকে সম্মান করবে; আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি - যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমানিত করা হয়েছে, আর এরপরও আপনারা ফ্রান্সের সাথে তাল দিয়েছেন, তখন আপনাদের কসম ভেঙে গেছে। কারণ, আপনারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। বাস্তবে আপনারা তাদের সাথে একমত পোষণ করেছেন। আসলে আপনারা আল্লাহর গোলাম না বরং ফ্রান্সের গোলাম।

خلوا بني الكفارعن سبيله ** اليوم نضربكم علي تنزيله

হে কাফেরের পুত্ররা - রাস্তা থেকে সরে যাও।

কুরআনের বিধান মতে আজ তোমাদের গর্দান উড়াব।

ضربا يزيل الهام عن مقيله ** ويذهل الخليل عن خليله

এমন মার দেব দেহ থেকে কল্লা উড়ে যাবে।

বন্ধু, বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

আর আমরা কিছুতেই তোমাদের এই অপকর্মের কথা ভুলে যাব না, আল্লাহর সাহায্যে তোমাদের এই কু-কর্মের প্রতিশোধ নিয়েই আমাদের চক্ষু শীতল করব, ইনশা আল্লাহ।

(فداك أبي وأمي يا رسول الله)

আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক আপনার উপর হে আল্লাহর রাসূল।

হে আল্লাহ! আপনি ইয়াহুদী নাসারা এবং শাতেমদের ধ্বংস করুন। তাদের প্রাসাদগুলোতে কম্পন সৃষ্টি করে দিন। তাদের দেশ ধ্বংস করুন। তাদের সৈন্যদের ধ্বংস করুন। তাদের উপর বিপদাপদ লাগিয়ে রাখুন। তাদেরকে পরাজিত করুন। আমাদেরকে বিজয়ী করুন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

পরিশেষে সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাথীদের উপর।

****

তানযিম কায়িদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আলইসলামি

(আল কায়েদা ইসলামি মাগরিব শাখা)

১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী

৩১ অক্টোবর ২০২০ ঈসায়ী

অনুবাদ ও প্রকাশনা